

২১ এপ্রিল ২০২০

পরিপত্র

বিষয় : বর্তমান করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) পরিস্থিতিতে মাঠপর্যায়ের কর্মীদের জন্য নির্দেশনা

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯)-এর বিস্তার রোধে ব্র্যাক নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এসব উদ্যোগ বাস্তবায়নে ব্র্যাকের বিভিন্ন কর্মসূচির মাঠ পর্যায়ের কর্মীরা বর্তমান সঙ্কটময় পরিস্থিতির মধ্যেও নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন। ফলে ব্র্যাকের মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলোতে কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এজন্য কর্মীদের নিচের নির্দেশনাসমূহ অনুসরণ করার জন্য বলা হলো:

(ক) করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) থেকে সুরক্ষিত থাকার বিষয়ে নির্দেশনা

- কাজের ধরন অনুযায়ী সকল কর্মীকে যথাযথ স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ করা হবে (যেমন : মাস্ক, গ্লাভস ও পিপিই প্রভৃতি)। মাঠ পর্যায়ে কর্মকাণ্ড পরিচালনার সময় সুরক্ষা সামগ্রী ব্যবহার করা অত্যাবশ্যক। সরবরাহকৃত সামগ্রীর যথাযথ ব্যবহার, জীবাণুমুক্ত করা ও বিতরণ নিশ্চিত করার জন্য একটি গাইডলাইন বা নির্দেশনা প্রদান করা হবে।
- মাঠ পর্যায়ের সকল অফিস প্রতিদিন জীবাণুমুক্ত করার জন্য প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপক প্রয়োজনীয় সকল ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- সকল কর্মীকে অন্যান্য সাধারণ নিয়মাবলি যেমন: সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, জনসমাগম এড়িয়ে চলা প্রভৃতি বিষয় সতর্কতার সঙ্গে মেনে চলতে হবে।

(খ) করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯)-এ আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ বা উপসর্গ দেখা দিলে
করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯)-এর প্রাথমিক লক্ষণসমূহ

- জ্বর
- কাশি
- গলাব্যথা
- মাথাব্যথা
- গায়ে ব্যথা
- ডায়রিয়া

কোনো কর্মীর উল্লিখিত লক্ষণ এবং উপসর্গ দেখা দিলে নিজ বাড়িতে আলাদা কক্ষে থাকতে হবে।

BRAC

BRAC Centre
75 Mohakhali
Dhaka 1212
Bangladesh

T: +88 02 9881265
F: +88 02 8823542
E: info@brac.net
W: www.brac.net

Registered in
Bangladesh under
The Societies
Registration Act of 1860

- কর্মীর উল্লিখিত লক্ষণ এবং উপসর্গ দেখা দিলে অবশ্যই কল সেন্টারে ফোন করবেন (০১৮৩৩৩০১৪১১, ২৪ ঘন্টা খোলা) এবং তার তত্ত্বাবধায়ককে জানাবেন।
- লক্ষণ এবং উপসর্গ দেখা দিলে কর্মী কোনো অবস্থাতেই কর্মস্থল ছেড়ে যাবেন না কিংবা এইচএনপিপি-র বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের অনুমতি ব্যতীত কোনভাবেই দেশের বাড়িতে যেতে পারবেন না।
- কর্মীকে নিয়মিতভাবে এইচএনপিপি-র চিকিৎসকদের পরামর্শ নিতে হবে এবং তা যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে।
- প্রধান কার্যালয়ের টেলি পরামর্শক দলের মাধ্যমে কর্মীর শারীরিক অবস্থা নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করা হবে।
- মাঠ পর্যায়ে কর্মরত অবস্থায় কেউ করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯)-এ আক্রান্ত হলে (পরীক্ষায় পজিটিভ এলে), ওই কর্মী যে অফিসে কর্মরত এবং যেখানে তিনি থাকেন, সেই অফিস সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে জীবাণুনাশ করার ব্যবস্থা করতে হবে। জীবাণুনাশ করার ১ দিন পর পুনরায় অফিস চালু করতে হবে। নির্দেশনা অনুযায়ী পিপিই (PPE) পরিধান করে অফিসের সকল আসবাবপত্র ও মেঝে জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।
- লক্ষণ বা উপসর্গ দেখা দেওয়ার দুদিন আগে থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত আক্রান্ত কর্মী যে সকল সহকর্মীর সংস্পর্শে এসেছেন, তাদের সকলকে অবশ্যই ১৪ দিনের জন্য কোয়ারেন্টাইনে এ থাকতে হবে।

(গ) উল্লিখিত লক্ষণ বা উপসর্গসমূহের সঙ্গে যদি কারও করোনাভাইরাসে (কোভিড-১৯) আক্রান্ত রোগীর সংস্পর্শের ইতিহাস থাকে (পরিবারে কেউ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত বা স্বাস্থ্যসেবাদানকারী), তবে উপরে উল্লিখিত ব্র্যাকের হেলপ লাইন নম্বরে দ্রুত যোগাযোগ করে আইসোলেশনে যেতে হবে এবং করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯)-এর পরীক্ষা করার জন্য নিম্নলিখিত স্থানে ফোন করতে হবে।

ঢাকার ক্ষেত্রে	ঢাকার বাইরে
<ul style="list-style-type: none">• আইইডিসিআর• ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল• বিএসএমএমইউ• ঢাকা শিশু হাসপাতাল	<ul style="list-style-type: none">• উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স• জেলা সদর হাসপাতাল• মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/হাসপাতাল থেকে নির্দিষ্ট সময়ে নমুনা সংগ্রহকারীগণ বাড়িতে এসে লক্ষণযুক্ত কর্মীর গলার/নাকের ভেতর থেকে নমুনা নিয়ে যাবে। নমুনা সংগ্রহের ২/৩ দিনের মধ্যে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তারা পরীক্ষার ফলাফল জানিয়ে দেবেন।

(ঘ) পরীক্ষার পর যদি কোনো কর্মী করোনভাইরাসে (কোভিড-১৯) শনাক্ত হন, তবে তাকে অবশ্যই আইসোলেশনে থাকতে হবে। এ সময় লক্ষণ বা উপসর্গাভিত্তিক চিকিৎসা চলতে থাকবে এবং ৭ দিন পর আবারও পরীক্ষা করাতে হবে। এক্ষেত্রে তাকে ব্র্যাকের চিকিৎসকদের সঙ্গে উপরে উল্লিখিত নম্বরে মাধ্যমে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে। নেগেটিভ না হওয়া পর্যন্ত প্রতি ৭ দিন অন্তর পরীক্ষা করতে হবে। পরীক্ষার রিপোর্ট একবার নেগেটিভ এলে ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে আবারও নিশ্চিত হওয়ার জন্য পরীক্ষা করাতে হবে। পরপর ২টি পরীক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ এলেই ধরে নিতে হবে যে, রোগী করোনভাইরাস (কোভিড-১৯) থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে যাওয়ার পর কর্মীর আইসোলেশনে থাকার প্রয়োজন নেই। তবে নিয়মিতভাবে হটলাইন নম্বরে যোগাযোগ রাখতে হবে এবং স্থানীয় ব্যবস্থাপককে অবহিত করতে হবে।

(ঙ) রোগীর সংস্পর্শে আসা সকলকে ১৪ দিন কোয়ারেন্টাইন শেষ করতে হবে এবং এই সময়ের মধ্যে কারও উল্লিখিত লক্ষণ বা উপসর্গসমূহ দেখা দিলে দ্রুত হটলাইন নম্বরে ফোন করে রিপোর্ট করতে হবে।

(চ) করোনভাইরাস (কোভিড-১৯) পরীক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ হলে হটলাইন নম্বরে ফোন করে রিপোর্ট করতে হবে এবং স্থানীয় ব্যবস্থাপককে তা জানাতে হবে। ১৪ দিন কোয়ারেন্টাইন শেষ করতে হবে এবং এই সময়ের মধ্যে অবস্থার অবনতি হলে সংশ্লিষ্ট ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

(ছ) যদি উল্লিখিত লক্ষণ ও উপসর্গসমূহের সঙ্গে শ্বাসকষ্ট বা শারীরিক অবস্থার অবনতি দেখা দেয়, তাহলে স্থানীয় ব্যবস্থাপক হটলাইন নম্বরে যোগাযোগ করে কর্মীকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করাবেন। আক্রান্ত কর্মীর সার্বক্ষণিক খবরাখবর রাখার জন্য একজন ব্র্যাককর্মীকে দায়িত্ব প্রদান করতে হবে, যিনি নিয়মিতভাবে অফিস ও হটলাইন নম্বরে ৪৮ ঘণ্টা অন্তর ফোন করে কর্মীর হালনাগাদ তথ্য প্রদান করবেন।

(জ) করোনভাইরাস (কোভিড-১৯)-এ আক্রান্ত কর্মীর জন্য অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা

- কোভিড-১৯ পজেটিভ কর্মীদের প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার জন্য একটি বিশেষ সহায়তা তহবিল গঠন করা হয়েছে।
- করোনভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রতিরোধে মাঠপর্যায়ের সম্মুখসারির কর্মীদের কেউ আক্রান্ত হলে ব্র্যাকের স্বাস্থ্যবিমা অনুযায়ী চিকিৎসা খরচ পাবেন। যে সকল কর্মী হাসপাতালে ভর্তি না হয়ে বাসায় থেকে সেবা নেবেন (Home Care) এবং তাদের আউটডোর সেবা বিমার অন্তর্ভুক্ত না হলে কর্মী কোভিড-১৯ সহায়তা তহবিল থেকে এককালীন ১৫,০০০ (পনেরো হাজার) টাকা পাবেন। এই টাকা চিকিৎসা, পুষ্টিকর খাবার ক্রয় এবং আনুসঙ্গিক কাজে ব্যবহার করতে পারবেন। হাসপাতালে ভর্তি হয়ে সেবা নিলে স্বাস্থ্য বিমা অনুযায়ী চিকিৎসা খরচ পাবেন।

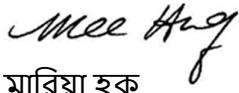
- সম্মুখসারির কর্মী, স্বাস্থ্যসেবিকা বা স্বৈচ্ছাসেবী (স্বাস্থ্যসেবায় নিয়োজিত বা কোভিড-১৯ মোকবিলায় সরাসরি যুক্ত) যারা বিমার আওতাভুক্ত নয় এবং হাসপাতালে ভর্তি না হয়ে বাসায় থেকে সেবা নেবেন (Home Care) তারা বিশেষ কোভিড-১৯ সহায়তা তহবিল থেকে এককালীন ১৫,০০০ (পনেরো হাজার) টাকা পাবেন। হাসপাতালে ভর্তির প্রয়োজন হলে আরও ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা অতিরিক্ত পাবেন।
- কর্মীকে হাসপাতালে পাঠানোর প্রয়োজন হলে আগে থেকেই যানবাহনের ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে বিডিসি এবং নিজ কর্মসূচির তত্ত্বাবধায়ককে সার্বিক সহযোগিতা করতে হবে।
- ব্র্যাকের টেলি পরামর্শক দল এবং মনোসামাজিক পরামর্শকগণ প্রতি ৩ দিন অন্তর কল করবেন। তবে কর্মী প্রয়োজনে যেকোন সময় টেলি পরামর্শক দল এবং মনোসামাজিক পরামর্শকগণের সাথে কথা বলতে পারবেন।
- কর্মী যেখানে থাকতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন সেখানেই কোয়ারেন্টাইনে থাকতে পারবেন। এক্ষেত্রে ব্র্যাকের সহকর্মীরা চিকিৎসা সুবিধা, ওষুধ, খাবার এবং আনুষঙ্গিক নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস (ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি পণ্য) প্রাপ্তিতে সহায়তা করবেন।
- নারীকর্মী, গর্ভবতী ও প্রতিবন্ধী কর্মীদের জন্য যথাযথ সুরক্ষা ও সেবায়ন দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।
- করোনভাইরাস (কোভিড-১৯) আক্রান্ত হয়ে কোনো কর্মী মৃত্যুবরণ করলে, ব্র্যাকের জীবনবিমার আওতাভুক্ত কর্মী বীমা সুবিধার পাশাপাশি অতিরিক্ত সুবিধাও পাবেন। যারা ব্র্যাকের জীবনবিমার আওতাভুক্ত নয়, তাদের পরিবারকে বিশেষ কোভিড-১৯ সহায়তা তহবিল থেকে এককালীন অর্থসহায়তা প্রদান করা হবে।

(ঝ) স্থানীয় তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব

সদরের এরিয়া অফিস, বিএলসি বা ব্র্যাক রিজিওনাল অফিসের (ব্র্যাকের নিজস্ব ভবন) একটি গেস্ট রুমকে (সংযুক্ত বাথরুম আবশ্যিক) করোনভাইরাস (কোভিড-১৯)-এর কোয়ারেন্টাইন/ আইসোলেশন রুম হিসেবে নির্দিষ্ট করে তা ব্যবহার করা যাবে। এক্ষেত্রে বিডিসি-র তত্ত্বাবধানে স্থানীয় সিনিয়র কর্মীদের নিয়ে গঠিত কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

- যে সকল কর্মীর বাসস্থানে আইসোলেশনে থাকার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই, সে সকল কর্মীকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশনায় ব্র্যাক অফিসের আইসোলেশন রুমে রাখা যেতে পারে। বিশেষ ক্ষেত্রে, বিডিসি-র তত্ত্বাবধানে সংশ্লিষ্ট কমিটি আক্রান্ত পরিবারের সদস্যকে ব্র্যাক অফিসে থাকার অনুমোদন দিতে পারবেন।
- করোনভাইরাস (কোভিড-১৯)-এ আক্রান্ত কর্মীকে পরিবহনের জন্য ব্র্যাকের নিজস্ব/নির্ধারিত যানবাহন ব্যবহার করতে হবে। আক্রান্ত কর্মীকে যে যানবাহনে আনা-নেওয়া করা হবে, সেটি কাজ শেষে অবশ্যই নিয়মানুযায়ী জীবাণুমুক্ত করতে হবে। এ বিষয়ে গাড়ি চালককে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও ধারণা প্রদান করতে হবে।

- অফিসের বাবুটিকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও ধারণা প্রদান করার মাধ্যমে আক্রান্ত কর্মীকে সেবা দেওয়ার কাজে নিয়োজিত করতে হবে। দায়িত্বপালনকারী বাবুটি নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে এবং যথাযথ সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে নিয়মিতভাবে রোগীর খাবার পরিবেশন করবেন এবং প্রয়োজনে অন্যান্য সহায়তা প্রদান করবেন।
- আক্রান্ত কর্মী আইসোলেশন রুম ত্যাগ করার পরে তা জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
- ব্র্যাক অফিসে আইসোলেশন ব্যবস্থা সূচারূপে পালনের জন্য ব্র্যাক থেকে একটি সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন পাঠানো হবে, যা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।



মারিয়া হক
পরিচালক, মানবসম্পদ বিভাগ
ব্র্যাক